ଉପର ମହଲା

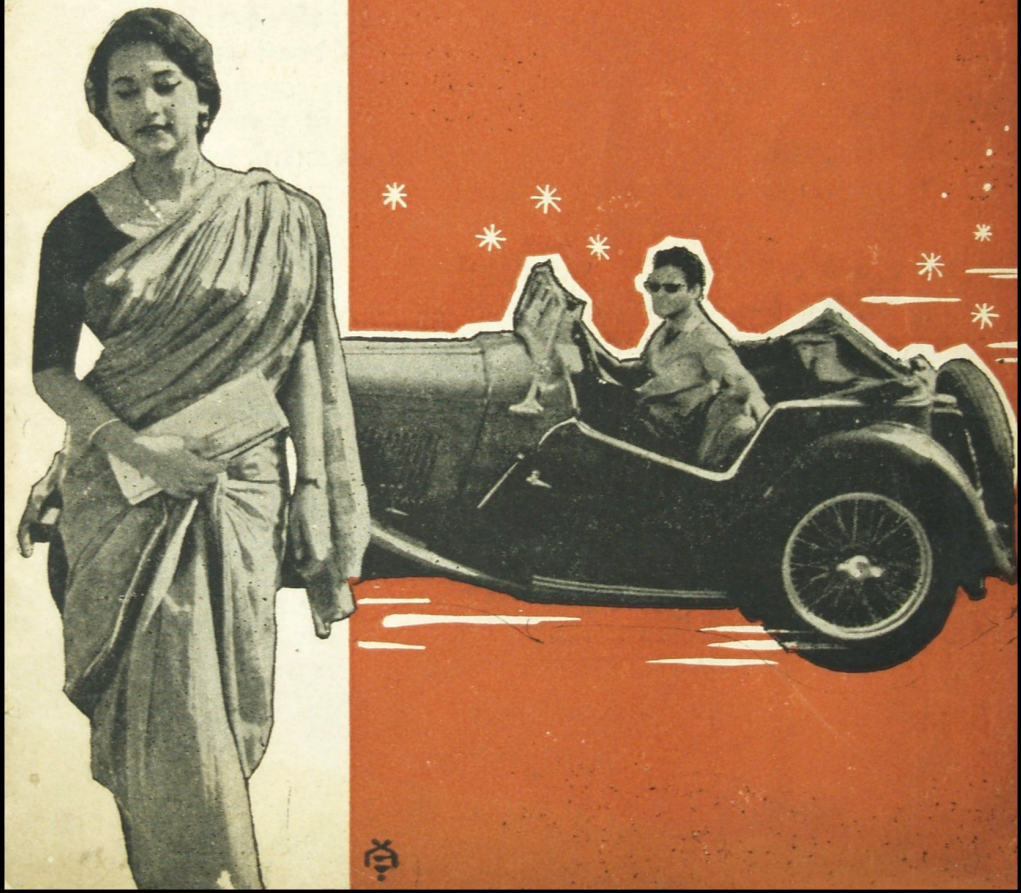

শ্রীরাজেশ প্রোডাকসন্স-এর প্রথম নিবেদন

ছায়ার দেখা

প্রযোজনা : শ্রীরাজেশ প্রোডাকসন্স

চিত্রনাট্য-পরিচালনা : **নিত্যানন্দ দত্ত**

সংগীত : **শ্যামল মিত্র**

কাহিনী : তীর্থ চট্টোপাধ্যায়। আলোকচিত্র : শৈলজা চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। শিল্প-নির্দ্দেশ : বংশী চন্দ্র গুপ্ত। শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল॥ অতুল চট্টোপাধ্যায়, সুজিত সরকার॥ ইন্দু অধিকারী। শব্দপুণর্যোজনা ও সংগীতানুলেখন : শ্যামসুন্দর ঘোষ।

গীতিকার : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিত কুমার মিত্র সহকারী : পিন্টু দত্ত। ব্যবস্থাপনা : ভানু ঘোষ ও কৈলাস বাগচী। রূপসজ্জা : হাসান জামান। স্থির-চিত্র : পিক্স্ স্টুডিও। নেপথ্য কণ্ঠে : শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, আরতি মুখোপাধ্যায়। রসায়ণাগারিবৃন্দ : অবনী রায়॥ তারাপদ চৌধুরী॥ মোহন চ্যাটার্জী॥ অবনী মজুমদার। ক্যামেরা : মিচেল ও এ্যারিফ্লেক্স্। প্রচার-কার্য্যে : নির্মল রায়॥ গোরাচাঁদ রায়॥ এ, কে, কণসার্ণ।

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : স্বদেশ সরকার॥ দিলীপ কুমার মিত্র॥ সম্পাদনা : কাশীনাথ বসু॥ সমরেশ বসু॥ আলোকচিত্রে : জয়প্রতাপ মিত্র॥ দুর্গা রাহা॥ নূরআলি মণ্ডল॥ ব্যবস্থাপনা : দিলীপ মিত্র, দুলাল সাহা॥ সংগীতে : শৈলেশ রায়॥ শিল্পনির্দ্দেশে : সুরথ মণ্ডল॥ রূপসজ্জা : কার্তিক দাস॥ শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন॥ রথীন ঘোষ॥ জ্যোতি চ্যাটার্জী, এডেল মুলান, ভোলানাথ সরকার॥ মণি মণ্ডল॥ নিতাই জানা॥ রবীন সেনগুপ্ত॥
আলোক-সম্পাতে : সতীশ হালদার॥ দুঃখী নস্কর॥ কেষ্ট দাস॥ ব্রজেন দাস॥ বিসু ধর॥ রামখেলন॥ মঙ্গল সিং॥

॥ নিউ থিয়েটার্স ১নং ও দি স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ প্রাঃ লিঃ-এ ওয়েস্ট্রেক্স্, ও আর, সি, এ, কিনেভক্স্ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাঃ লিঃ-এ আর, বি, মেহতার তত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।॥

বিশ্ব-পরিবেশনা :

এস্, বি, ফিল্মস

কাহিনী

কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পপতি ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর একমাত্র সন্তান গৌতম চৌধুরী। চৌধুরী বংশের উত্তরাধিকারী। বাবার বিরাট ব্যবসা। তাই দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে পার্টি, ক্লাব, আর বন্ধুবান্ধবের মজলিশে গৌতমের দিন গড়িয়ে চলেছে। মেয়েদের পেছনে লাগা তার চরিত্রের একটা বিশেষত্ব। কু-বুদ্ধিতে এর সঙ্গে পেরে ওঠা ভার।

এ হেন গৌতম চৌধুরী শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়ল শিবানী চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে। হঠাৎ দেখাই বলতে পারেন। পেট্রলফিলিং ষ্টেশনে ফোণ করতে গিয়ে তার সংগে দেখা। শিবানী ফোণ করছিল। গৌতম তার স্বভাব অনুযায়ী শিবানীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। শিবানী এই চাউনি দেখে একটু বিরক্তই হয়—তারপর ফোণ ছেড়ে দিয়ে গৌতমকে বেশ কড়া কথাই শোনায়। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। গৌতম যখন তার দুর সম্পর্কের বোন পিয়ালীর কাছ থেকে জানল শিবানী বন্ধু—তখন সে তার আর তার বন্ধু লাট্টু বোস পিয়ালীর সংগে পরামর্শ করে শিবানীকে ন্যাশন্যাল

লাইব্রেরীতে এনে হাজির করলো। লাট্টু পিয়ালীকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। গৌতম সে সুযোগে শিবানীর সামনে এসে উপস্থিত হল। আর খেয়ালের বশেই শিবানীকে সে বিদ্রূপ করে বসে। আর অপমানিত শিবানী সংগে সংগে ন্যাশন্যাল লাইব্রেরীতে সোজা গৌতমের বাবাকে ফোন করে সব জানিয়ে দেয়।

গৌতম তার কীর্তির জন্য বাবা ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর কাছে সেদিন রাত্রে বাড়ীতে ফিরেই গালাগাল খেল। এতে চটে গিয়ে সে একেবারে কলেজের সামনে শিবানীকে আবার অপমান করে বসে। শিবানী সহ্য করতে না পেরে তাকে এক চড় কষিয়ে দেয়।

সেদিন রাত্রেই গৌতম পিয়ালীর কাছ থেকে ঠিকানা জেনে সোজা শিবানীর বাড়ীতে গিয়ে হাজির। শিবানীর বাবা রতন চট্টোপাধ্যায় তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তার মামা ঘনশ্যাম হালদার ছিলেন। তিনি গৌতমকে নানারকম জেরা আরম্ভ করে দেন। আর গৌতমও সেই জেরার অদ্ভুত সব উত্তর দেয়। ঘনামামা ঘাবড়ে গিয়ে শিবানীকে ডেকে দেন। শিবানী হঠাৎ গৌতমকে দেখে অবাক হয়ে যায়। তার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু গৌতম শিবানীকে জানায় ঐ দিনের ব্যবহারে সে অনুতপ্ত।

হঠাৎ দেখার জের টানতে গিয়ে নানান মিথ্যের জালে জড়িয়ে পড়তে থাকে গৌতম। এমনিতে কোন কিছু ভেবে সে কাজে নামে না। মেয়েদের পেছনে লেগে ক্ষেপিয়ে তোলা তার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু শিবানীকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়বে সে মোটেও ভাবেনি। ঘনামামাই তো আসল গণ্ডগোলটা বাধালেন।

গৌতমের বাবার বিরাট ব্যবসা এবং একমাত্র উত্তরাধিকারীর সঙ্গে শিবানীর বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। তাই তিনি গৌতমের বাবার সঙ্গে দেখা করে পাকা কথাটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চান। এবং সেটা আগামী ষোল তারিখ।

এদিকে গৌতম সমূহ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য লাট্টুর সঙ্গে পরামর্শ করতে বসে। ঘনামামাকে জব্দ করার জন্য গৌতম একটা অভিনব ফন্দি আবিষ্কার করে।

পাড়ার নামকরা মোশন মাষ্টার পরাশর বর্মাকে দিয়ে মিথ্যে অভিনয় করিয়ে গৌতম ঘনামামাকে ঘোল খাইয়ে ছাড়ে। ঘনামামা নকল ইন্দ্রনাথের ব্যবহারে মুগ্ধ হন। তিনি সংগে এও স্থির করেন দাঁতের ডাক্তার অনন্তর সংগে শিবানীর বিয়ে কিছুতেই হতে দেবেন না।

এর মধ্যে বাবার অনুপস্থিতিতে গৌতম তাদের বিরাট সাততলা বাড়ীতে শিবানীকে নিয়ে আসে। আর সেদিনই গৌতমের পুরো মিথ্যের জালটা শিবানীর কাছে ধরা পড়ে। আর এদিকে সমস্ত ব্যাপারটা ইন্দ্রনাথ চৌধুরী ও রতন চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও ধরা পড়ে।

তারপর? শিবানী-গৌতমের হঠাৎ দেখার জের কোথায় গিয়ে নিষ্পত্তি হোল সে আর এক মজার কাহিনী—

(১)

মন চেয়েছে যারে কোথায় পাবো তারে
হঠাৎ দেখা হতো যদি
চলতি পথের ধারে।
ও সে ভাবতো না হয় খেলা
তবু এই যে গানের বেলা
রঙ্ ঝরিয়ে দিত যদি সুরের বাহারে॥
যদি কোনো দিন কোনো পথে দেখা হয়
দেখাটুকু মুছে গিয়ে রয় পরিচয়
কোনো চোখের কোলে যদি স্বপ্ন দোলে
কেন জানি না সে থাকে আলো
আঁধারে॥
না-না-না কাছেই আছে কাছের মিতা
নাওনা চিনে তারে॥
যদি সেই গান কারো আঁখি
শিখে যায়,
হাসি যদি স্বরলিপি তার লিখে যায়।
তারি মনের মাঝে লাজে সে গান বাজে
ফোটা মাধবী সে ঢাকে পাতা বাহারে।

(২)

চম্পার ঘুম ভাঙ্গে অবেলায়
গুণ গুণ মধুকর গান গেয়ে যায়।
মন বলে এই আমি কিছু যদি দিতে
চাই
ক্ষতি কি হবে কার
সে কেন এ মনে স্বপ্ন ঝরায়?
সারাদিন ধরে আমি দিন গুনেছি
মনে মোর কত মায়া জাল বুনেছি।
আহা আজ একি মধুরের ডাক শুনেছি॥
এতো খুশী আমি রাখবো কোথায়?
নিজেকে নিয়ে মোর একি ভাবনা
খুঁজে কি পাব তারে নাকি পাবনা।
সারা পথ চলি আমি পথ হারাতে
অকারণ দোলা নিয়ে দোল লাগাতে।
কেন আজ বীণা বাঁধি তার সুরের সাথে
আমি জাগি তার ছন্দমায়ায়॥

(৩)

ওই নীল আকাশের মোহনায়,
কত মেঘ নদী দিশা যে হারায়,
আমি হারিয়েছি কোথা জানি না যে
তার ঠিকানা কে দেবে আমায়॥
বুঝি বাতাসের খেলা হল সুরু,
দেবদারু কাঁপে ঝুরু ঝুরু
মনে কোন আশা করে দুরু দুরু
চঞ্চল সুরের হাওয়ায়॥
ও আমার দুরন্ত আনন্দ পাখী
তুমি যাও উড়ে যাও
যে গান চেয়েছো তুমি আলোর দেশে
যদি পাও বুকে নাও
উড়ে যাও উড়ে যাও উড়ে যাও॥
আমি কিছু শুনি কিছু মনে করি
বেয়ে চলি খেয়ালের তরী।
তবু আজ একী সঞ্চয় ভরি
মরমের মণি কোঠায়।

(৪)

এই পৃথিবীর বুকে আজো
কত রূপ কথা হয় লেখা
কত রং কত সুর আবেশে ঝরে
ওরা হাসে ওরা কাঁদে ওরা নতুন করে
এই পৃথিবী গড়ে॥
কেউ কিছু চায় কেউ কিছু পায়
তবু জানে না কে কার।
এতো কাছে রয় কত কথা কয়
আনে কত উপহার।
ওরা স্বপ্ন নিয়ে ছবি খোঁজে
সাধের খেলাঘরে॥
আহা দুজন ওরা একই পথে চলে যায়।
একই কথা বলে যায় একই সুরে গায়
মিশে যায় দুজনার অজানায়॥

ভূমিকায়ঃ

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়॥ সন্ধ্যা রায়॥ অনুপ কুমার॥ সুমিতা সান্যাল॥ পাহাড়ী সান্যাল॥ প্রসাদ মুখার্জী॥ জহর রায়॥ ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়॥ রেণুকা রায়॥ সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য॥ গীতালী রায়॥ অমূল্য সান্যাল॥ শিশির বটব্যাল॥ ভানু ঘোষ॥ চিত্রা বাগচী॥ ছবি ব্যানার্জী॥ স্বদেশ সরকার॥ রাণু বন্দ্যোপাধ্যায়॥ সনৎ গোস্বামী॥ তপন মিত্র॥ মিঃ সেনগুপ্ত॥ মিসেস সেনগুপ্ত॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

অশোক থৈতান॥ এস, এন, বাজপায়ী (শ্যামলী) মিঃ ডেভিড (ফারপো)॥ ন্যাশনাল লাইব্রেরী॥ অক্সফোর্ড বুক এণ্ড ষ্টেশনারী॥ বাবলু বসু॥ অপূর্ব আটা॥ দীপক দে (রাম)॥ রমেন চ্যাটার্জী॥ ফনোরাস্॥ ইণ্ডিয়ান এয়ার ট্র্যাভেলস্॥ গুঁই ষ্টোর্স॥ তনু ঘোষ॥ ফ্লাওয়ার ষ্টল (নিউ মার্কেট) শ্রীমতি গীতা রায় (তাজহাট)॥ শ্রীমতি ই, জি, নাথানিয়েল॥ সুরমাময়ী দে॥ সুরবালা দে॥ জ্যোৎস্না রাণী দে॥ লতিকা রাণী দে॥ মায়া রাণী দে॥ প্রদ্যোৎ দাশগুপ্ত॥

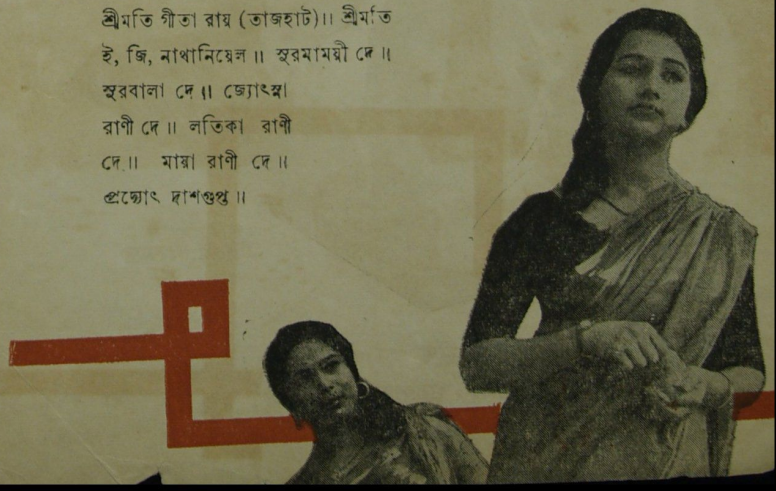

আমাদের পরিবেশনায় পরবর্তী

একটি ঘরোয়া ছবি

স্বর্ণমৃগ শিকারে রাজমহলের পাহাড়েরা কড়িবাবুকে টেনেছিল—
স্বর্ণমৃগ শিকার তাঁর সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা তা কড়িবাবুর অজ্ঞাত...

॥ মুক্তি প্রতীক্ষায় ॥

এস, বি, ফিল্মস্ ১৫, সুতারকিন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১৩ এর পক্ষে, রঞ্জিৎ কুমার মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং সুমুদ্রণ, ১০৪, অখিল মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।